টি-২০ নিয়ে বাংলাদেশকে ভারতের হুমকি

অবশেষে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বাংলাদেশকে হুমকি দিলেন ভারতের ক্রিকেটে বোর্ডের সভাপতি শ্রীনিবাসন। ভারতের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের শ্রীনিবাস হুমকি দেন, আপনারা রাজি না হলে আমরা এ বছর বাংলাদেশে টি-২০ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলব না। দেখি আপনারা কী করেন? আজ মঙ্গলবার কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'বাংলাদেশকে হুমকি শ্রীনিবাসনের- শোষণ করতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটই না শোষিত হয়ে পড়ে' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি হুবহু এখানে তুলে দেয়া হলো।

ধোনির ভারত হ্যামিল্টনে মঙ্গলবার সিরিজে ফিরে আসতে পারবে? দু'দেশের ক্রিকেট সমর্থক বাদে বিশ্ব ক্রিকেটজগতে কারও কোনও উৎসাহ নেই। ব্যাট-বল-গাভস ছাড়াই সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ক্রিকেট-যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে সোমবার অন্য গোলার্ধে। মরু-শহর দুবাইয়ে।

যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার আইসিসি এগজিকিউটিভ বোর্ডের বৈঠকে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা আগেই মূলত ভারতীয় বোর্ড কর্তারা তীব্র 'পাওয়ার-বোলিং' শুরু করেন আইসিসি-র কোনও কোনও পূর্ণসদস্য দেশের উপর। সবচেয়ে চাপের মুখে ফেলা হয় বাংলাদেশকে।

আইসিসি-র ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম প্রভাবশালী বৈঠক মঙ্গলবার দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে। শ্রীনিবাসনের ভারত যা চাইছে তা যদি সত্যি করে ফেলতে পারে বিশ্ব ক্রিকেটের রূপরেখা বদলে যাবে। একই সঙ্গে ক্রিকেটমহলের গরিষ্ঠ অংশের মতে, ''খুন হয়ে যাবে ক্রিকেটের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া।''

ভারত যা চাইছে তার জন্য সাত পূর্ণসদস্য দেশের সম্মতি দরকার। এমনিতে আইসিসি-র সংবিধান বদলের জন্য আট দেশের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে ম্যাজিক ফিগার হল সাত। সোমবার রাত পর্যন্ত ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ছয়-তে আটকে রয়েছে। চাই আরও এক। সে জন্যই বাংলাদেশ বোর্ড প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসানের উপর বারবার চাপ সৃষ্টি করা হল যে তাঁরা যেন তিন দেশের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। গোটা পরিকল্পনা যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত, সেই নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন মা মারা যাওয়ায় দুবাই আসতে পারেননি। তাঁর হয়ে বাংলাদেশ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন আইপিএল কর্তা সুন্দর রামন এবং সচিব সঞ্জয় পটেল। বাংলাদেশ রাজি হচ্ছে না দেখে এ বার চাপ দেওয়ার জন্য স্কাইপে শ্রীনিবাসনকে ডেকে আনা হয়। শ্রীনি একটা সময় উত্তেজিত হয়ে বলেন, আপনারা রাজি না হলে আমরা এ বছর বাংলাদেশে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলব না। এশিয়া কাপ থেকেও নাম তুলে নেব। দেখি আপনারা কী করেন।

এ রকমই চাপের মধ্যে পড়ে এ দিন জিম্বাবোয়ে, নিউজিল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীনিবাসনদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। জিম্বাবোয়ে কর্তা পিটার চিঙ্গোকা বিশ্ব ক্রিকেটে তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের অকপটে বলেন, "জানি, নোংরা ব্যাকমেলিংয়ের শিকার হতে যাচ্ছি। কিন্তু কিছু করার নেই। আমাদের বোর্ডের টাকা দরকার। ভারত অনেক টাকা দেবে বলেছে।"

শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানকে অবশ্য ভারত বহু চেষ্টাতেও টিমে টানতে পারেনি। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক রামিজ রাজা এ দিন সংবাদসংস্থাকে বলেছেন, "দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে ভারতের প্রস্তাবে আমাদের রাজি হয়ে যাওয়া উচিত।"

ক্রিকেটমহল যা শুনে রামিজের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। এশীয় ক্রিকেট সংস্থার শীর্ষস্থানীয় কর্তা বললেন, "রামিজ চিরকাল সাহেবদের পা চেটে এসেছে। এই বিবৃতি ও দেবে তাতে আর আশ্চর্য কী?" প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে কাইভ লয়েড অবশ্য ভারতের আনা প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, "এটা অবিলম্বে প্রত্যাহার হওয়া উচিত।"

নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী বিশ্ব ক্রিকেটে ক্ষমতার দু'টো স্তর হয়ে যাবে। একটা দিকে থাকবে বাকি সাতটা দেশ। তাদের মধ্যে অবনমন থাকবে। বাকি তিন দেশ হবে তিন প্রধান। কলকাতা ফুটবলে এক সময় যে রকম ছিল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং। কিন্তু কলকাতা মাঠে বড় তিন প্রধানের কখনওই এই ক্ষমতা ছিল না, নতুন প্রস্তাবে ভারত-ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার জন্য যা থাকছে। এরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাবে। সব সিদ্ধান্ত নিজেরা নেবে। সব বড় টুর্নামেন্ট নিজের দেশে করবে। এমনকী এরা পয়েন্ট তালিকায় সবার শেষ হলেও এদের জন্য অবনমনের ব্যবস্থা থাকবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জে যেমন আলাদা নিরাপত্তা-পরিষদ রয়েছে এটা তেমন বিশেষ সুবিধাভোগ করা তিন সদস্য।

সোমবার রাতের কলকাতায় ক্রিকেট- ইতিহাসবিদ এবং বিশিষ্ট ক্রিকেটলিখিয়ে রামচন্দ্র গুহ উত্তেজিত ভাবে বললেন, "এ রকম জঘন্য আইন কেউ কখনও শুনেছে যে লাস্ট হলেও তোমার জন্য অবনমন নেই?"

জগমোহন ডালমিয়া আইসিসি-তে থাকার সময় কৃষ্ণাঙ্গ দেশগুলোকে এক করে যে সফল মডেল তৈরি করেছিলেন, এর ফলে তা ভেঙে খানখান। এ দিন এশীয় ক্রিকেট কর্তা বলছিলেন, "এশিয়াতেই তো সব ক'টা দেশ ভারতের বিপে চলে গেল। কাদের সঙ্গে ওরা খেলবে?" ঢাকা থেকে এক ক্রিকেটকর্তা এ দিন বললেন, "ভারত যত হুমকিই দিক না কেন, আমাদের প্রেসিডেন্ট মাথা নত করবেন না। করলে আমাদের দেশের কাছে উনি মুখ দেখাতে পারবেন না।" শোনা যাচ্ছে ব্যাপারটা বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবধি গড়িয়েছে।

এ দিকে অভূতপূর্ব ভাবে পাঁচ প্রাক্তন আইসিসি প্রেসিডেন্ট এ দিন বিভিন্ন সদস্যদের কাছে মেল করে আবেদন করেছেন, তিন প্রধানের চাপের কাছে মাথা না নোয়ানোর। ম্যালকম গ্রে, ম্যালকম স্পিড, এহসান মানি, শাহরিয়র খান এবং তৌকিব জিয়া। এঁরা ডালমিয়াকেও ফোন করেছিলেন। যদি তিনিও আবেদনে সই করেন। এখানে সই করা মানে শ্রীনির বিরুদ্ধে যাওয়া। ডালমিয়া স্বভাবতই রাজি হননি। কিন্তু তাঁর নৈতিক সমর্থন কি অন্য দেশের দিকে? শ্রীনির প্রস্তাবে তো তাঁর মডেল-টাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ডালমিয়া বললেন, "দু'দিন দেখুন না প্রস্তাবটা আদৌ পাস হয় কি না। পাস হলে না হয় কথা বলা যাবে।"

ক্রিকেটমহলে এমনও ধারণা জন্মাচ্ছে যে নিজের স্বল্পকালীন লাভের কথা ভাবতে গিয়ে দীর্ঘকালীন ভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বনাশ করে ছাড়ছেন শ্রীনিবাসন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো একত্রিত হয়ে যে জোট তৈরি হয়েছিল সেটা এতদ্বারা তিনি শুধু ভেঙেই দেননি, প্রচন্ড হানহানির সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছেন। এরা কেউ আর ভারতকে বিশ্বাস করতে রাজি নয়। সবচেয়ে বড় কথা যাদের সঙ্গে ভারত নতুন জোট বাঁধল, সেই শ্বেতাঙ্গ দুই দেশ কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

ডালমিয়া এমন আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু অনেকেরই মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনও ক্রিকেটীয় ইস্যুতে ভোটাভুটি হলে তিন প্রধানের মধ্যে ভারতই তো সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে পড়তে পারে। হেরে যেতে পারে ১-২।

তা হলে ভারত কি আরও চূড়ান্ত মতার দিকে এগোচ্ছে? নাকি ফাঁদে পা দিচ্ছে? ধোনির টিমের স্কোর নয়, বিশ্ব ক্রিকেটজগতের এটাই জিজ্ঞাসা।

শিরীন শারমিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেড়ে দেয়া রংপুর-৬ আসনের উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। মঙ্গলবার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ডিসি ফরীদ আহম্মেদ শিরীন শারমিনের নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান। এ আসনে অন্য কেউ মনোনয়নপত্র জমা না দেয়ায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এ সংক্রান্ত গেজেট আজ মঙ্গলবার বিকেলেই প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন।

আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। সোমবার রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ মতবিনিময় শুরু হয়। শেষ হয় রাত ৯টা ১০ মিনিটে।

আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা বার আইনজীবী সমিতির জাতীয়তাবাদী প্যানেল নির্ধারণ উপলক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি এ নির্বাচন হওয়ার কথা।

বৈঠক সূত্র জানা যায়, মতবিনিময়কালে গত ২৯ ডিসেম্বর 'মার্চ ফর ডেমোক্রেসি'তে আইনজীবীদের ভূমিকার প্রশংসা করে তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। একই সঙ্গে আগামীতেও যে কোনো কর্মসূচিতে আইনজীবীদের সম্পৃক্ত থাকার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি।

এছাড়া ১৮ দলীয় জোটের আটক নেতাকর্মীদের ছাড়িয়ে আনার আইনি প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলেও সূত্রটি নিশ্চিত করেছে। মতবিনিময়ে উপস্থিত ছিলেন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর, অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন, অ্যাডভোকেট এ জে মোহাম্মদ আলী, যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সানাউলাহ মিয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খোরশেদ মিয়া আলম, অ্যাডভোকেট লুত্ফর আলম, অ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন ফকির, অ্যাডভোকেট আবদুলাহ মাহামুদ হাসান, অ্যাডভোকেট মোহাম্মাদ মহসিন মিয়া, অ্যাডভোকেট বোরহান উদ্দিন, অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফা খান, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, অ্যাডভোকেট মলিক শফি উদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অ্যাডভোকেট একেএম সোহরাব, অ্যাডভোকেট শামীমা আক্তার শাম্মী, অ্যাডভোকেট আজিজুল ইসলাম খান বাচ্চু, অ্যাডভোকেট আবদুল খালেক, অ্যাডভোকেট আবুল কালাম খান, অ্যাডভোকেট এখলাসুর রহমান, অ্যাডভোকেট আবদুস সামাদ, অ্যাডভোকেট খন্দকার দিদারুল ইসলাম প্রমুখ।

সাতক্ষীরায় যৌথবাহিনীর গুলীতে এবার ছাত্রদল নেতা আজহারুল ইসলাম নিহত

আতঙ্কিত জনপদ সাতক্ষীরায় দিন দিন লাশের মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। যৌথবাহিনী ও আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের তান্ডবে এবার জীবন দিতে হলো তালা উপজেলার ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ও ইসলামকাঠি ইউনিয়নের সভাপতি আজহারুল ইসলামকে। এর আগের দিন ২৬ জানুয়ারি রোববার যৌথবাহিনীর গুলীতে দেবহাটা উপজেলার সখীপুর ইউনিয়নের নারিকেলি গ্রামে উপজেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মোঃ আবুল কালাম ও জামায়াতকর্মী মারুফ হোসেন ছোটন নিহত হয়েছে। এ নিয়ে গত দেড় মাসে এ অঞ্চলে যৌথবাহিনীর অভিযানের সময় আগরদাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের তরুণ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, ছাত্রশিবির কর্মী মাদরাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র আবু হানিফ, জামায়াত নেতা আনারুল ইসলাম, ভ্যানচালক হাফিজুল ইসলাম, জামায়াত কর্মী জাহাঙ্গীর মোড়ল ও সায়েব বাবুসহ ৯ জনকে হত্যা, ৩ ছাত্রশিবির নেতাকে পঙ্গু ও অসংখ্য ব্যক্তিকে আহত করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত কেউ হারাচ্ছে তার আদরের সন্তানকে, পুত্র হারাচ্ছে তার প্রিয় বাবাকে, বোন হারাচ্ছে তার ভাইকে, বিধবা হচ্ছে রমণীরা। এদের কান্না ও আহাজারিতে আল্লাহর আরশ কাঁপছে। পুত্র পিতাকে হারিয়ে চিৎকার করেও কাঁদতে সাহস পাচ্ছে না। রাতের কান্নার আওয়াজে আবারও যদি তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে শোকার্ত এসব পরিবারের ওপর। এভাবেই এক ভুতুড়ে পরিবেশের মধ্যে দিন কাটছে গোটা সাতক্ষীরাবাসী। এর মধ্যে আবার সরকার প্রধান ঘোষণা দিয়ে এসেছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা যৌথবাহিনীর সাথে থেকে সন্ত্রাস দমনে ভূমিকা রাখবে। এ ঘোষণার পর ব্যক্তিগত শত্রুতাকে পুঁজি করে যৌথবাহিনীকে দিয়ে একের পর এক বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ধরে গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে। আবার গ্রেফতারের পর যারা মোটা অংকের উৎকোচ দিচ্ছেন তাদেরকে ক্রসফায়ারে নাটকে হত্যা না করে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করছেন এমন

অভিযোগ নিহতদের পরিবারের স্বজনদের।

এ নিয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া দেড় মাসের যৌথবাহিনীর অভিযানের সময় আগরদাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের তরুণ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, ছাত্রশিবির কর্মী মাদরাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র আবু হানিফ, জামায়াত নেতা আনারুল ইসলাম, ভ্যানচালক হাফিজুল ইসলাম, জামায়াত কর্মী জাহাঙ্গীর মোড়ল ও সায়েব বাবুসহ ৯ জনকে হত্যা, ৩ ছাত্রশিবির নেতাকে পঙ্গু ও অসংখ্য ব্যক্তিকে আহত করা হয়েছে।

গত ২৬ জানুয়ারি যৌথবাহিনীর গুলীতে নিহত আবুল কালামের পিতা আকবার আলী গাজী অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকার পর আবুল কালাম (১৭) ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার বিকালে তার মায়ের সাথে দেখা করতে আসে। এর মধ্যে খবর পেয়ে যায় যৌথবাহিনী। তারা এসে বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলে। এক পর্যায়ে তারা ঘরের ভেতরে ঢুকে মা'র কাছ থেকে তাকে ধরে নিয়ে কোন কিছু না বলেই কালো টুপি পরিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এর আগে দুপুরে একই উপজেলার ইলারচরস্থ শ্বশুরবাড়ি থেকে কুলিয়ার বাসিন্দা ক্বারী আশরাফুল আলমের ছেলে জামায়াত কর্মী মারুফ হোসেন ছোটনকে (২২) গ্রেফতার করে এবং একই কায়দায় মাথায় কালো টুপি পরিয়ে নিয়ে যায়। রোববার ভোর সোয়া ৫টার দিকে যৌথবাহিনীর সদস্যরা আবুল কালাম ও মারুফ হোসেনকে সখীপুর ইউনিয়নের নারিকেলি গ্রামে এনে দু'জনের বুকে গুলী করে হত্যা করে। এলাকার অনেকের সামনে এ ঘটনা ঘটলেও ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না।

সারাদেশে সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল করবে হেফাজত

আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলায় সীরাতুন নবী (সা.) মাহফিল করবে হেফাজতে ইসলাম। অপরদিকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে তারা। সেই সাথে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম।

সোমবার দুপুরে বারিধারাস্থ মাদরাসায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ আহ্বান জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে হেফাজতের ঢাকা মহানগরীর আহ্বায়ক আলামা নূর হোসেন স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন ঢাকা মহানগরীর সদস্য সচিব জুয়াদে আল হাবিব।

রামুর বৌদ্ধমন্দির জ্বালিয়ে দেয়া, নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাসহ সব ধরনের সহিংসতা বন্ধের চার দফা দাবি জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

হেফাজতের দাবিগুলো হলো, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া। ক্ষতিগ্রস্ত অমুসলিম পরিবারগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান ও ক্ষতি পূরণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা। ভবিষ্যতে যেন সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা না হয়, সেজন্য সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সংখ্যালঘুদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও স্বার্থান্বেষী মহলের হাত থেকে রক্ষার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলায় সিরাতুন নবী (সা.) মাহফিল আয়োজন করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।